#আমি পদ্মজা পর্ব ৪২

_____
রাতের খাবার শেষ হয়েছে সবেমাত্র। এশার আযান পড়েছে অনেক আগে। পূর্ণা পদ্মজা ও লাবণ্যকে পেয়ে পুলকিত। আনন্দ বয়ে যাচ্ছে মনে। একটু পর পর উচ্চস্বরে হাসছে। হেমলতা একবার ভাবলেন নিষেধ করবেন,এতো জোরে হাসার জন্য। এরপর কী ভেবে আর নিষেধ করলেন না। তিনি বাড়ির বড়দের সাথে কথা বলছেন। আমির সবার মনোযোগ পাওয়ার জন্য বলল, 'আমার একটা কথা ছিল।'
সবাই আমিরের দিকে তাকাল। আমির নির্দ্বিধায় বলল,'আগামীকাল ফিরব আমি।'
হেমলতা বললেন,
'ঢাকায়?'
'জি। পদ্মজাকে নিয়েই যাব। সাথে লাবণ্যও

যাবে। দুজনকে কলেজে ভর্তি করে দেব।’
লাবণ্য পূর্ণার পাশ থেকে উঠে এসে,আমিরের পাশে দাঁড়াল। আবদার করে বলল,
‘দাভাই,তুমি কইছিলা আমি পাশ করলে,আমারে দেশের বাইরে পড়তে পাঠাইবা।’
‘ছেড়ি মানুষ বাইরে যাইতি কেন? কইলজাডা বড় হইয়া গেছে?’ রেগে বললেন ফরিনা।
লাবণ্য মায়ের কথা অগ্রাহ্য করে আমিরকে বলল,’কথা রাখতে হইবো তোমার।’
আমিরে একবার মজিদকে দেখল। এরপর লাবণ্যকে বলল,’সত্যি যেতে চাস?’
‘হ।’
লাবণ্যর মাথায় গাট্টা মারল আমির। এরপর বলল, ‘আগে শুদ্ধ ভাষাটা শিখ। এরপর দেশের বাইরে পড়তে যাবি।’
লাবণ্য আহ্লাদিত হয়ে বলল, ‘পদ্মজা শিখায়া

দিব।এইডা কোনো ব্যাপার না দাভাই।’
‘আপাতত ঢাকা চল। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে অভ্যস্ত হ। এরপর সত্যি পাঠাব।’
‘তুই পাগল হইয়া গেছস বাবু? এই ছেড়িরে একা বাইরে পাডাইয়া দিবি?’
‘জাফর ভাই আছে,ভাবি আছে। সমস্যা নেই আম্মা। একটাই তো বোন আমার। নিজের মতো পড়াশোনা করুক।’

ফরিনা বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন। মজিদ কথা বলছেন না। মানে তিনিও আমিরের দলে। তাহলে আর কথা বলে কী হবে? এই সংসারে এমনিতেও তার দাম নেই। কেউ কথা শুনে না। নিজের মতোই বকবক করেন। ফরিনা উঠে চলে যান। হেমলতা বললেন,’কালই চলে যেতে হবে? দুই-তিন দিন পর হবে না?’

আমির নম্র ভাবে বলল, ‘না আম্মা। আমি আট বছর হলো ঢাকা গিয়েছি। এর মধ্যে এই প্রথম তিন মাসের উপর গ্রামে থেকেছি। ব্যবসা ফেলে এসেছি। আমার অনুপস্থিতিতে আলমগীর ভাইয়া সামলে ছিল। এখন তো ভাইয়াও চলে এসেছে। আর আমার ব্যবসা আমারই সামলানো উচিত। যত দ্রুত সম্ভব যেতে চাই। আপত্তি করবেন না।’
হেমলতা পদ্মজার দিকে চেয়ে বললেন,’তাহলে আগামীকালই যাচ্ছো?’
‘জি। আব্বা,আম্মাকে তো অনেক আগেই বলেছি। পদ্মজাও জানে। কিন্তু পদ্ম ভাবেনি সত্যি সত্যি যাব। দেখুন, কেমন অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। কাল চলে যাব বলেই আজ আপনাকে নিয়ে এসেছি। আজ রাতটা মেয়ের সাথে থাকেন। আবার কবে দেখা হয়!’
হেমলতা বেশ অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থাকেন। তারপর বললেন,’তোমাদের কীসের ব্যবসা

আজও জানলাম না।’
মজিদ অবাক হয়ে বললেন,’আত্মীয় হলেন এতদিন এখনও জানেননি মেয়ের জামাই কীসের ব্যবসা করে! বাবু, এটাতো বলা উচিত ছিল?’
‘আমিতো ভেবেছি জানেন। তাই বলিনি। আম্মা,আমাদের এক্সপোর্ট ইমপোর্ট বিজনেস। মানে মালামাল বিভিন্ন দেশে আমদানি -রপ্তানি করা হয়। এ কাজে আব্বা,রিদওয়ান, ভাইয়া,চাচা আছে। তাছাড়া, নিম্নমানের দেশগুলো থেকে কম দামে পণ্য এনে উন্নত দেশগুলোতে বেশি মূল্যে বিক্রি করি। সব পণ্য গোডাউনে রাখা হয়। আমাদের অফিসও আছে। গোডাউন আর অফিসের সব কাজ আমাকে সামলাতে হয়। বলতে পারেন, আমারই সব।’
‘অনেক বড় ব্যাপার।’ হেসে বললেন হেমলতা।

তিনি জানতেন না আমির এতোটা বিত্তশালী। এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট বিজনেস কম কথা নয়। এ সম্পর্কে মোটামুটি তিনি জানেন। কলেজ থাকাকালীন জেনেছেন।

পদ্মজাকে পূর্ণা জড়িয়ে ধরে রেখেছে। পদ্মজা বলল,'কথা বলছিস না কেন?"
'কাল চলে যাবা আপা?'
'তাই তো কথা হচ্ছে।'
'আমার খুব মনে পড়ে তোমাকে।'
'কাঁদছিস কেন? আসব তো আমি।'
'সে তো অনেক অনেক মাস পর পর।'

পদ্মজা কিছু বলতে পারল না। হেমলতা কথা বলছেন আমির আর মজিদের সাথে। খলিল,আলমগীর নীরব দর্শক হয়ে বসে আছে। বিকেল থেকে রিদওয়ানের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। পদ্মজা হেমলতার উপর চোখ রেখে পূর্ণাকে প্রশ্ন করল,'আম্মা খুব শুকিয়েছে। খায়

না?’
‘না। মাঝে মাঝে সারাদিন পার হয়ে যায় তবুও খায় না।’
‘জোর করে খাওয়াতে পারিস না?’
‘ধমক মারে। শুনে না কথা।’
‘আম্মা ঘাড়ত্যাড়া।”
‘ঠিক বলেছো।’
‘উনি কেমন? ঝগড়া করে আম্মার সাথে?’
‘উনিটা কে?’
‘আব্বার প্রথম বউ।’
‘তুমিতো দেখতেও যাওনি।’
‘শ্বশুরবাড়ি থেকে চাইলেই যাওয়া যায় না। বল না,কেমন? আদর করে তোদের?’
‘ভালো খুব। সহজ,সরল। আম্মাকে খুব মানে। প্রেমা-প্রান্তকে অনেক আদর করে। দেখতেও খুব সুন্দর। আগে সাপুড়ের বউদের মতো সাজতো। আমার পছন্দ না বলে এখন আর

সাজে না।’
‘তুই নাকি খুব খারাপ ব্যবহার করিস?’
‘এখন করি না। তুমি কাকে দিয়ে এতো খোঁজ রাখো?’
‘সে তোর জানতে হবে না। তাহলে উনি ভালো তাই তো?’
‘হুম।’
‘মিলেমিশে থাকিস তাহলে।’
‘ঢাকা যাওয়ার আগে দেখে যাও একবার।’
‘বাপের প্রথম বউকে দেখার ইচ্ছে নেই আমার।’ পদ্মজা থমথমে স্বরে বলল।
পূর্ণা বলল,’আচ্ছা। আমি আজ তোমার সাথে ঘুমাব।’
‘হুম ঘুমাবি। আম্মার খেয়াল রাখবি। আম্মাকে দেখে মনে হচ্ছে,কোনো বিষয় নিয়ে খুব চিন্তা করে। সারাক্ষণ ভাবে। তুই কথা বলবি,সময় দিবি।’

‘আমি তোমার মতো সব সামলাতে পারি না।’
‘চেষ্টা করবি। ভোরে উঠে মগা ভাইয়াকে পাঠাব। আব্বা আর প্রেমা-প্রান্তকে নিয়ে আসতে। সবাইকে চোখের দেখা দেখে যাব।’

পূর্ণা পদ্মজাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। কান্না পাচ্ছে খুব। কত দূরে চলে যাবে তার আপা! পদ্মজা অনুভব করে পূর্ণার ভেতরের আর্তনাদ। সে পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ‘খুব দ্রুত আসব।’

_____

পদ্মজা মাঝে শুয়েছে। তার দুই পাশে হেমলতা আর পূর্ণা। পূর্ণা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে পদ্মজাকে। আর পদ্মজা হেমলতার এক হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। হেমলতা নিরবতা ভেঙে পদ্মজাকে বললেন,’পদ্ম?’
‘হু,আম্মা?’
‘ শহরে নিজেকে মানিয়ে নিবি। শক্ত হয়ে

থাকবি। আর মনে রাখবি, কেউ কারোর না। সবাই একা। সবসময় নিজের উপর বিশ্বাস রাখবি,নিজের উপর আস্থা রাখবি। সৎ পথে থাকবি। কখনো কারো উপর নির্ভরশীল হবি না। যদি তুই কারো উপর ভালো থাকার দায়িত্ব দিয়ে দিস,কখনো ভালো থাকবি না। নিজের ভালো থাকার দায়িত্ব নিজেরই নিতে হয়। নিজেকে কখনো একা ভাববি না। যেখানেই থাকি আমি, আমার প্রতিটা কথা তোর সাথে মিশে থাকবে। ছায়া হয়ে থাকবে। আল্লাহ সবাইকে কোনো না কোনো উদেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। সেই উদ্দেশ্য সফল হলে আর বেঁচে থাকার মানে থাকে না। মৃত্যুতে ঢলে পড়ে। আমার ইদানীং মনে হয়, আমার দায়িত্ব ছিল তোকে জন্ম দেয়া,বড় করে তোলা,বাস্তবতা দেখানো। সেই দায়িত্ব কতটুকু রাখতে পেরেছি জানি না। কিন্তু তোর দায়িত্ব অনেক বড় কিছু!’ পদ্মজা চাপা স্বরে বলল,’কী সেটা?’

‘জানি না।’
‘তুমি এতো কী ভাবো আম্মা? মুখটা এরকম ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে কেন? খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো করবে। আমি পরেরবার এসে যেন দেখি,মোটা হয়েছো।
হেমলতা হাসলেন। সাদা ধবধবে দাঁত ঝিলিক মারে। তিনি পদ্মজাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন,’পরেরবার যখন আসবি একদম অন্য রকম দেখবি।’
‘কথা দিচ্ছো?’
‘দিচ্ছি।’
পদ্মজা হাসল। পূর্ণা বলল,’আমাকেও জড়িয়ে ধরো আপা।’

পদ্মজা পূর্ণাকে জড়িয়ে ধরে। আর হেমলতা দুই মেয়েকে একসাথে জড়িয়ে ধরেন। তারপর বললেন,’এবার চুপচাপ ঘুম হবে। কোনো কথা না।’

মাঝরাতে হেমলতার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি চোখ খুলে কান খাড়া করে শুনেন,কেউ হাঁটছে। কাঁথা গা থেকে সরিয়ে ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামেন। সাবধানে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েন। পায়ের শব্দটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে যান। সাদা পাঞ্জাবি পরা একটা পুরুষের অবয়ব দেখতে পান। তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকলেন,'রিদওয়ান? '

রিদওয়ান কেঁপে উঠে পিছনে ফিরল। চোখ দুটি বড় বড় হয়ে যায়। সে যে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে,দেখেই বোঝা যাচ্ছে। হেমলতা প্রশ্ন করলেন,'এত রাতে এখানে কী করছো?'
'জ...জি হাঁটছিলাম।'
'এতো রাতে?'
'প্রায়ই হাঁটি। জিজ্ঞাসা করতে পারুন অন্যদের।'
হেমলতা রিদওয়ানকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত

পরখ করে নিয়ে বলল,’ কোনোভাবে আমাকে খুন করতে এসেছো কী?’
রিদওয়ান থতমত খেয়ে গেল। বলল, ‘ন..না না! আপনাকে কেন খ..খুন করতে যাবো?’
‘প্রমাণ সরাতে।’ হেমলতার সহজ কথা।
রিদওয়ান হঠাৎই অন্যরকম স্বরে কথা বলল, ‘সে তো আমিও একজন প্রমাণ। স্বচক্ষে দেখা জ্বলজ্বলন্ত প্রমাণ। আপনিও আমাকে খুন করে প্রমাণ সরাতে পারেন। যেহেতু দুজনই একই পথের। কাউকে কারোর খুন করার প্রয়োজন নেই। আমি এখানে অন্য কাজে এসেছি।’
হেমলতা কঠিন চোখে তাকান। পরপরই চোখ শীতল করে নিয়ে বললেন,’শুভ রাত্রি।

রিদওয়ান হেসে হেলেদুলে হেঁটে চলে যায়। হেমলতা ঘরের ঢুকার জন্য ঘুরে দাঁড়ান। হাঁটার পূর্বেই শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান। ভাগ্যিস আওয়াজ হয়নি! তিনি হাতে ভর দিয়ে

উঠার চেষ্টা করেন। বাম হাতের মাংস পেশি শক্ত হয়ে আছে। হাত নাড়াতে কষ্ট হয়। ভর দিয়ে উঠা আরো কষ্টদায়ক। তিনি ওভাবেই বসে থাকলেন অনেকক্ষণ।

চলবে....